এই গীতিময় স্বর্ণালী সন্ধ্যায়

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

মাহিমা হক

সলিল চৌধুরী, পুলক ব্যাণার্জি ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বাংলা গানের ভুবনকে "চিরদিনের ভালোলাগায় ভরিয়ে রেখেছেন"। সৃজন ছন্দের প্রথম পরিবেশনায় "এই গীতিময় স্বর্নালী সন্ধ্যায়" চিরদিনের সেই ভালোলাগা গান আবারো উপভোগ করলেন দর্শকরা। দুই পর্বে সাজানো অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে শুরু করার সময় থাকলেও সঞ্চালক অনুরীনা উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানালেন সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে। প্রথমে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবার জন্য আমন্ত্রন জানান বাংলা-সিডনী ডট কমের সম্পাদক জনাব আনিসুর রহমান এবং শ্রীমতি গীতা খাস্তগীরকে। তাদের দুজনার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর "সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ..." অমৃতার এই নাচ দিয়ে শুরু হয় প্রথম পর্ব। মাহিমার উচ্চাঙ্গ নৃত্য ছিল অনবদ্য। একটুও ছন্দপতন ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বীরপুরুষ" বীরের মতই আবৃত্তি করেছে নয় বছরের শৌভিক দাশ। শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রনে কিছুটা বিঘ্ন ঘটলেও পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের পরিবেশনায় ১ম পর্বটি ছিল চমৎকার। নব প্রজন্মকে তুলে আনা এবং তাদের ঠিকমত প্রমোট করাই হোক সৃজন ছন্দের অঙ্গীকার।

সৌভিক দাশ

তিরিশ মিনিটের বিরতির পর শুরু হয় ২য় পর্ব। এই পর্বে সাজানো হয়েছিল সলিল চৌধুরী, পুলক ব্যাণার্জি ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের ষাট থেকে আশির দশকের কালজয়ী গানের ও জীবনের স্মৃতিচারণে। সবচেয়ে বড় কথা বাঙালীর জীবনের সঙ্গেই তো জড়িয়ে রয়েছে এই অনবদ্য গানগুলো। এইসব গানের কথাগুলো আমাদের কানে বাজে। মনকে অন্য জগতে নিয়ে যায় এক লহমায়। এই ত্রয়ী গীতিকারদের পিছনের পাতা থেকে তুলে দর্শকদের সামনে জীবন্তরূপ এঁকে দিতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না অপু ও অনুরীনার ধারাবর্ণনায় ও অনিমেশ খাস্তগীরের শ্লাইড পরিবেশনায়।

গানের সঙ্গে শিল্পীর অভিব্যক্তির প্রকাশ দেখাটাও দর্শকদের একধরনের পাওয়া। সেই পাওয়া থেকে দর্শক কিছুটা বঞ্চিত হয়েছেন। ধারাবর্ণনা একটু আড়াল থেকে ভেসে আসলে দর্শকদের মনে আবেশের অনুভূতির জন্ম হয় সেদিকে একটু সর্তক থাকলে অনূষ্ঠাটি আরো উপভোগ্য হয়ে উঠতো। প্রতিটি শিল্পী আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন এবং উপহার দিয়েছেন মনভরানো অনেক গান। ভালোলাগার আমেজ ধরে রাখতে অনুষ্ঠানের পরিধি আর একটু ছোট হলে ভালো হতো। অনুষ্ঠানের বড় আকর্ষন ছিল যন্ত্রসংগীত শিল্পীদের প্রানবন্ত উপস্থাপনা।

বাম থেকেঃ মুর্তজা দামুন, আজীজ তেজানী, ভিশাল লাখাই, ভিনেশ কুমার ও আসউইন নায়ার

সৃজন ছন্দের আগামী অনুষ্ঠান আরো ছন্দময়, আরো গীতিময় হয়ে উঠুক এবং দর্শক পরিপূর্ণতায় ভরে থাক মিলনায়তন এই প্রত্যাশা রইল।